

প্রোডাক্টিভ হজ-উমরা

ইউসুফ বাদাত

অনুবাদ
মুরসালিন নিলয়

ইলগাম

সূচি

আল্লাহর মেহমান	১৩
হজ-উমরার রহস্য	১৫
হজ-উমরার মাঝে কী প্রজ্ঞা?	১৫
টিপস	১৮
হজ-উমরার প্রস্তুতি	২১
আত্মিক এবং মানসিক প্রস্তুতি	২১
দুনিয়াবি প্রস্তুতি	২১
প্রয়োজনীয় বইপত্র	২২
সময়	২২
ইতিবাচক শক্তি ধারণ	২৩
পাপ	২৩
পরিবর্তন	২৩
প্রস্তুতির ফাঁক-ফোকরে	২৪
প্রস্তুতির জন্য কিছু কার্যকর টিপস	২৫
৪ ধাপে উমরা	২৭
১ম ধাপ: ইহরাম বাঁধা	২৭
২য় ধাপ: তাওয়াফ	২৮
৩য় ধাপ: সায়ি	২৮
৪র্থ ধাপ: হালাক বা কসর	২৯
হজের ৯ ধাপ	৩১
১ম ধাপ: ইহরাম	৩১
২য় ধাপ: মিনায় অবস্থান	৩১

৩য় ধাপ: আরাফাতে অবস্থান	৩২
৪র্থ ধাপ: মুজদালিফায় রাত্রিযাপন	৩২
৫ম ধাপ: মিনায় ফিরে আসা এবং কঙ্কর নিক্ষেপ	৩৩
৬ষ্ঠ ধাপ: পশু জবাই এবং মাথা মুগুন	৩৪
৭ম ধাপ: তাওয়াফে ইফাদাহ	৩৪
৮ম ধাপ: কঙ্কর নিক্ষেপের শেষ দিনগুলো	৩৫
৯ম ধাপ: বিদায়ী তাওয়াফ	৩৫
ইহরাম: পবিত্রতার পোশাক	৩৭
ইহরাম বাঁধার ফিক্হ	৩৭
ইহরামের দর্শন, প্রজ্ঞা	৩৯
টিপস	৪২
তালবিয়া	৪৩
তালবিয়ার নিয়ম	৪৩
তালবিয়ার দর্শন, প্রজ্ঞা	৪৪
টিপস:	৪৫
তাওয়াফ: কাবা প্রদক্ষিণের রহস্য	৪৭
তাওয়াফের বিধি-বিধান	৪৭
তাওয়াফের ফজিলত	৪৮
টিপস	৫০
সায়ি: দুই পর্বতের মাঝে দৌড়ের তাৎপর্য	৫১
সায়ির বিধি-বিধান	৫১
সায়ির দর্শন, প্রজ্ঞা	৫২
টিপস	৫৩
হালাকু এবং কুসরের হিকমাহ	৫৫
বিধি-বিধান	৫৫
হালাকু এবং কুসরের প্রজ্ঞা	৫৫
ঝেড়ে ফেলা	৫৬

বিনশ্রুতা	৫৭
টিপস	৫৭
মিনায় অবস্থানের আদ্যপাত্ত	৫৯
বিধি-বিধান	৫৯
মিনায় অবস্থানের হিকমাহ	৬০
টিপস	৬০
আরাফাহ দিবস: হজের প্রাণ	৬৩
বিধি-বিধান	৬৩
আরাফাতের হিকমাহ	৬৪
টিপস	৬৬
মুজদালিফার রাত্রি: অজানা কথা	৬৭
এই রাতের অন্তঃকথা	৬৭
টিপস	৬৮
শয়তানকে কঙ্কর ছোড়া	৬৯
কঙ্কর ছোড়ার নিয়ম	৬৯
নুড়ি ছোড়ার রহস্য ও প্রজ্ঞা	৭০
টিপস	৭১
কুরবানির হিকমাহ	৭৩
বিধি-বিধান	৭৩
কুরবানির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৭৩
টিপস	৭৫
তাওয়াফে ইফাদাহ	৭৭
বিধি-বিধান	৭৭
হিকমাহ ও অন্তঃকথা	৭৭
টিপস	৭৮

বিদায়ী তাওয়াফ	৭৯
বিধি-বিধান	৭৯
হিকমাহ	৭৯
টিপস	৮০
নবীনগরী মদিনা	৮১
মহাসুযোগ	৮১
বিধি-বিধান	৮১
অন্তঃকথা	৮২
টিপস	৮৩
নারীদের জন্য	৮৫
আপনার নতুন ভার্শন	৮৭
আনন্দ	৮৭
সবকিছু আল্লাহর জন্য	৮৭
পরকাল	৮৭
ইতিবাচক প্রভাব	৮৮
ধরে রাখা	৮৮
হজ সম্পর্কিত কিছু সমসাময়িক প্রশ্নোত্তর	৮৯
ঋণগ্রস্ত অবস্থায় হজ বা উমরা করা যাবে?	৮৯
হজ চলাকালীন কি আমি ওষুধ সেবন করে হায়েজ পেছাতে পারি?	৮৯
আমি কি কোনো মৃত বা জীবিত ব্যক্তির হয়ে বদলি হজ করতে পারব?	৯০
ইহরাম অবস্থায় সাবান ব্যবহারের বিধান কী?	৯০
ইহরাম পরিবর্তন করা যাবে?	৯১
আমি কি তাওয়াফ, উমরা কিংবা হজ একাধিক মানুষের নামে ঈসালে সাওয়াব হিসাবে সম্পন্ন করতে পারি?	৯১
মহিলাদের জন্য নিকাবের বিধান	৯২
ইস্তিলাম করার সঠিক নিয়ম কী?	৯৩
আরাফাতে কি আমরা জুহর ও আসর একসাথে আদায় করব?	৯৫

১০ জুলহিজ্জার কার্যক্রমগুলোর ধারাবাহিকতা কি রক্ষা করা আবশ্যিক? ৯৭	
বিদায়ী তাওয়াফের বিধান কী? ৯৯	
জমজমের পানি তাওয়াফের পর দুই রাকাআত সালাতের আগে নাকি পরে পান করতে হবে? ৯৯	
হজ-উমরার সময় চুল ছাঁটার সর্বনিম্ন পরিমাণ কতটুকু? ১০০	
হোটেল থেকে জামাআতে শরীক হওয়া ১০১	
হজ-উমরার সময় আমরা সালাত কি কসর করে পড়ব? ১০৩	
কসর করার শর্তাবলি ১০৩	
স্থানীয় ইমামের পেছনে সালাত আদায় ১০৪	
বিমানে সালাত ১০৫	
একই সফরে কয়েকটি উমরা পালন ১০৬	
দরুদ পড়ার সময় কি নবিজিকে সম্বোধন করে ডাকা জায়েজ? ১০৭	
জমজমের পানি পানের সঠিক উপায় কী? ১০৮	
“রাওদাতুল জামাহ” কী? ১০৯	
রাসূলের ﷺ ওপর দরুদ এবং সালাম পাঠ করে কীভাবে? ১০৯	
নবিজির হজ ১১৩	
হজযাত্রা ১১৩	
ইহরাম ১১৩	
মক্কায় আগমন, তাওয়াফ ও সাযি ১১৪	
মিনা অভিমুখে হজযাত্রা ১১৫	
আরাফাহ ১১৫	
মুজদালিফা অভিমুখে ১১৭	
মিনায় ফেরত ১১৭	
হজের তাওয়াফ ১১৭	
হজ-উমরার জরুরি দুআ ১১৯	
সফরের দুআ ১১৯	
ইহরামের দুআ ১২০	

মাসজিদুল হারামে প্রবেশের দুআ	১২০
প্রথমবার কাবা দেখার দুআ	১২০
হাজরে আসওয়াদে ইস্তিলাম করার দুআ	১২২
তাওয়াফের দুআসমূহ	১২৬
রুকনে ইয়েমেনির দুআ	১২৪
তাওয়াফের পর	১২৫
জমজমের দুআ	১২৭
সায়ির দুআ	১২৭
মিনার দুআ	১২৮
আরাফাহর দুআ	১২৯
আরাফাহ থেকে প্রস্থানের দুআ	১৩৫
মুজদালিফার দুআ	১৩৬
মিনা থেকে ফিরে	১৩৭
রমি করার দুআ	১৩৮
কুরবানির দুআ	১৩৯
চুল কাটার পর দুআ	১৩৯
বিদায়ী তাওয়াফের দুআ	১৪০
ফিরে আসার পর দুআ	১৪২
শেষ কথা	১৪২

লেখকের কথা

হজ-উমরা নিয়ে ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছি। বইখানি তারই ফসল। পবিত্র এই সফরে বহু মানুষকে সেবা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। পেশাদারিতা, ঐতিহ্য আর বাস্তবতা কেন্দ্রিক প্রাসঙ্গিক ইসলামি শিক্ষা প্রদান আমার জীবন-ভর লক্ষ্য। উমরা কিংবা হজযাত্রার সময় মানুষ আমাকে অনেকরকম প্রশ্ন করত। যেমন: হজ-উমরাতে অমুক অমুক কাজটা আমরা কেন করি? এর শিক্ষা কী? কিংবা তাৎপর্য কী হতে পারে? বহুদিন যাবত আমি এ বিষয়ে চিরায়ত এবং সমকালীন বইপত্র ঘেটেছি। সেগুলো থেকে যা কুড়িয়েছি তা এখন আপনাদের সামনে—এই বইতে। হজ-উমরার কাজগুলো সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি তৈরি করা আমার উদ্দেশ্য। যারা আল্লাহর জন্য সফর করবেন, তাদের যাত্রা যেন অর্থবহ ও কার্যকর হয়। পবিত্র ভূমিতে সফর এক অনন্য অনুপ্রেরণার নাম, ইতিবাচক পরিবর্তনের পাথেয়। আল্লাহ আমার ক্ষুদ্র এই কাজটুকু কবুল করুন। আমাদের সবাইকে আশিসধন্য করুন। আপনারা সবাই আমার চোখে নায়ক। কারণ, আপনাদের সবার সেরা হবার সম্ভাবনা আছে। পবিত্র ভূমি, হজ-উমরা-যাত্রা এবং আপনার অনুপ্রেরণা আপনার চলমান সাফল্যের পথকে সহজ করুক।

ইউসুফ বাদাত

আল্লাহর মেহমান

হজ-উমরা মুসলিমদের জন্য বিশেষ ইবাদাতের নাম। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সাথে নৈসর্গিক নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। ইসলামের প্রতি তার আনুগত্য বেড়ে যায় বহুগুণ। মনে আল্লাহকে মানার অদম্য ইচ্ছে মজবুত হয়। তীর্থযাত্রীরা নিজেদের মাঝে আবিষ্কার করেন এক নব আত্মিক চেতনা। তাদের ঈমান পোক্ত হয়, আর জীবন শুরু হয় নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে। দায়িত্বপূর্ণ এবং ধার্মিক জীবন যাপনে তারা হন অঙ্গীকারবদ্ধ। বছরের নির্দিষ্ট কিছু দিনে পবিত্র ভূমিতে নির্দিষ্ট কিছু কাজ আর প্রথা পালন নিয়ে এই পবিত্র যাত্রা। আর সব কিছুর পেছনে থাকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য। আর্থিক-শারীরিক সামর্থ্য থাকলে হজ একজন মুসলিমের জন্য ফরজ; অন্যদিকে উমরা পালন সুন্নাহ। এই হলো হজ-উমরার মাঝে মূল পার্থক্য। হজের আনুষ্ঠানিকতা শুধু যুল-হিজ্জাহ মাসের ৫ দিন পালন করা যায়; অন্যদিকে উমরা করা যায় বছরের যেকোনো সময়। হজে কাজ কিছু বেশি—মক্কা, মিনা, আরাফাহ ও মুজদালিফায় এগুলো করতে হয়। অন্যদিকে উমরার সব কাজ মক্কায়। হজ-উমরার গুণাবলি সম্পর্কে নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন,

উমরা পালন, এই উমরা এবং আগের উমরার মধ্যবর্তী অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। কবুলকৃত হজের পুরস্কার জামাত। (বুখারি, মুসলিম)

তিনি আরও বলেন,

কাবাঘরের উদ্দেশ্যে বের হলে, যে-পরিমাণ জায়গা যেতে হয়, তার সমপরিমাণ ভালো কাজ যোগ করা হয়। একটা করে পাপ মোছা হয়। তোমরা যখন আরাফাতের ময়দানে দাঁড়াও, এই পৃথিবীর মহাকাশে আল্লাহর বিভূতি নেমে আসে। হজ-যাত্রীদের নিয়ে গর্ব করে তিনি ফেরেশতাদের বলেন, ‘এরা আমার বান্দা। পৃথিবীর কোনা কোনা থেকে মলিন বেশে

এরা এসেছে। আমাকে তারা দেখেনি। তারপরও আমার দয়া চায়। আমার শাস্তির ভয় করে। আমাকে যদি সত্যি দেখত তা হলে যে কী হতো!

একটা মরুভূমিতে যত বালুকণা, পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যত দিন, কিংবা বৃষ্টির যত ফোঁটা—তোমাদের পাপ যদি অত পরিমাণও হয়, আল্লাহ তা ধুয়েমুছে দেন।

যখন জামারাতে পাথর ছোড়ো, এর পুরস্কার (তোমাদের কর্মলিপিতে) লেখা হয়। যখন মাথা মুগুন করো (বা ছাটো), নিচে পড়া প্রতিটি চূলে আছে কল্যাণ। তোমরা যখন কাবাঘর তাওয়াফ করো, তখন তোমাদের পাপ ধুয়েমুছে তোমাদের এমন পবিত্র অবস্থা হয় যেন তোমাদের মা তোমাদের মাত্র জন্ম দিল। (জামি সাগির)

হাদিস থেকে হজ-উমরার আরও যেসব কল্যাণ আমরা জানতে পারি:

- ❧ পবিত্রতা অর্জন। (বুখারি)
- ❧ অপরাধ মার্জনা। (বুখারি)
- ❧ জান্নাতে প্রবেশ। (বুখারি)
- ❧ আল্লাহর পথে অবিচল থাকা। (ইবনু মাজাহ)
- ❧ আল্লাহর অতিথি হবার মর্যাদা। (জামি সাগির)
- ❧ দুআ মঞ্জুর। (জামি সাগির)
- ❧ সালাত ও অন্যান্য ইবাদাতের বহুগুণ পুরস্কার। (মুসনাদ আহমাদ)
- ❧ বেশুমার কল্যাণ। (জামি সাগির)
- ❧ জাহান্নাম থেকে মুক্তি। (মুসলিম)
- ❧ দরিদ্রতা দূর। (তিরমিযি)

স্থানে এসে তিনি দৌড়াতে শুরু করলেন এবং মারওয়ায় ওঠার সময় আবার স্বাভাবিক গতি বজায় রাখলেন। সাফায় উঠে তিনি যা করেছিলেন মারওয়াতেও একই কাজ করলেন। মারওয়ায় শেষ সায়া করার সময় তিনি বললেন, ‘এখন যা জানি তা যদি আগে জানতাম তা হলে আমি কুরবানির পশু সাথে আনতাম না এবং একটি উমরা করে নিতাম। তাই যারা কুরবানির পশু সাথে আননি তারা ইহরাম খুলে উমরা পালন করো।’ সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জুশাম উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই নিয়ম কি শুধু এবারের জন্য নাকি সব সময়ের জন্য?’ রাসূল ﷺ এক হাতের দুই আঙুল একত্রিত করে বললেন, ‘হজের সাথে উমরা সারাজীবনের জন্য সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে।’ আলী রাঈআল্লাহু আনহু ইয়েমেনের দিক থেকে নবিজির ﷺ জন্য কুরবানির পশু নিয়ে আসলেন। ইয়েমেন থেকে আলী রাঈআল্লাহু আনহু ও রাসূলের ﷺ আনা মোট পশুর সংখ্যা ছিল একশটি। এরপর নবিজি ﷺ এবং যাদের সাথে কুরবানির পশু ছিল তারা বাদে সবাই ইহরাম ছেড়ে দিলো এবং চুল কাটল।”

মিনা অভিমুখে হজযাত্রা

“৮ যুলহিজ্জায় সবাই মিনার উদ্দেশ্যে বের হলো এবং হজের জন্য ইহরাম বাঁধল। রাসূল ﷺ উটের পিঠে চড়ে এলেন। তিনি সেখানে জুহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং পরদিনের ফজর পড়ালেন।”

আরাফাহ

“সূর্য ওঠা অবধি হুজুর ﷺ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং নামিরায় তাঁবু গাঁড়ার নির্দেশ দিলেন। রাসূল ﷺ রওয়ানা হয়ে গেলেন। এদিকে কুরাইশরা জানত যে তিনি মাশআরুল হারামে থাকবেন। কারণ প্রাক-ইসলামি যুগে কুরাইশরা এটাই করত। যা হোক, নবিজী ﷺ আরাফাতের অভিমুখে চলতে লাগলেন। নামিরায় এসে তিনি দেখলেন যে তার জন্য তাঁবু পাতা হয়েছে। তিনি নেমে পড়েন এবং মধ্যদিবস পর্যন্ত সেখানে বিশ্রাম নেন।

তার উট কাসওয়াকে প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন। উপত্যকার মাঝ বরাবর এসে তিনি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, “নিশ্চয় আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর যেমন পবিত্র; তোমাদের জানমাল, ইজ্জত-আবরু, মান-সম্মান কিয়ামত পর্যন্ত এমনই পবিত্র। জাহেলি যুগের সকল কিছু আমার পায়ের তলে পিষ্ট হলো। জাহেলি যুগের সকল রক্তের দাবিও

পরিত্যক্ত হলো। আমি সর্বপ্রথম কুরাইশ বংশের রাবিয়া ইবনে হারেসের পুত্রের খুনের দায় রহিত ঘোষণা করছি। আজ থেকে সব ধরনের সুদ রহিত। তোমাদের অধিকার কেবল মূলধনের ওপর। তোমরা অন্যের ওপর অত্যাচার করবে না, নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না। সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ রহিত করছি। এই সুদের সবটুকুই বাতিল করা হলো। তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। জেনে রেখো, স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে। তেমনি তোমাদের ওপরও স্ত্রীদের অধিকার আছে। তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ আল্লাহর আমানত হিসেবে। আর আল্লাহর বিধান মতে তোমরা তাদেরকে হালাল করে নিয়েছ। স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে, তারা যেন নিজ স্বামী ছাড়া পরপুরুষের সঙ্গে ভোগে লিপ্ত না হয়। আর তাদের ভরণপোষণ ও পরিধেয় প্রদান করা তোমাদের উপর তাদের অধিকার। আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবকে রেখে যাচ্ছি। একে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কোনোদিন পথভ্রষ্ট হবে না। তোমরা আল্লাহর দরবারে আমার ব্যাপারে যখন জিজ্ঞাসিত হবে, বলো তখন কী উত্তর দেবে? উপস্থিত সাহাবিরা উত্তর দিলেন, “আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি যথাযথ পালন করেছেন, রিসালাতের হুক পূর্ণরূপে আদায় করেছেন এবং উম্মতকে কল্যাণপথের দিশা দিয়েছেন।” এরপর নবি কারীম ﷺ আসমান পানে আঙুল উঠালেন এবং উপস্থিত সকলের দিকে নির্দেশ করে বললেন, “হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকে। হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকে। হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকে।”

বিলাল রাহিআল্লাহু আনহু তারপর আযান এবং ইকামাহ দিলেন। নবিজি ﷺ জুহরের সালাত পড়ান। এরপর বিলাল রাহিআল্লাহু আনহু আসরের ইকামাহ দিলেন এবং নবিজি ﷺ আসর পড়ান। এরমাঝে আর কোনো সালাত আদায় করা হয়নি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উটের পিঠে চড়ে উকুফের প্রান্তরে এলেন। কাসওয়াকে তিনি পাথরের দিকে ঘোরালেন। তার সামনের লোকেরা যে পথ দিয়ে গেছে সেই পথ দিয়ে হেঁটে যেতে লাগলেন এবং কিবলার দিকে মুখ করলেন। সূর্য অস্ত যাওয়া অবধি তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে মুনাজাত করতে থাকেন। গোলাকার সূর্য আর তার হলুদ আভা তখন মিলিয়ে গিয়েছিল।”

মুজদালিফা অভিমুখে

“রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের ইশারায় লোকদেরকে ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হতে বললেন। মুজদালিফায় পৌঁছে তিনি সেখানে এক আযান ও দুই ইকামায় মাগরিব ও ইশার সালাত পড়ালেন। এর মাঝে আর কোনো সালাত তিনি পড়েননি। এরপর তিনি ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়ে ফজরের ওয়াক্তে এক আযান ও ইকামাতে সালাত আদায় করেন। ভোরের আলো ফুটে ওঠে। আবার তিনি কাসওয়ার উপর চেপে বসলেন। মাশআরুল হারামে এসে তিনি কিবলার দিকে মুখ করেন। সেখানে তিনি আল্লাহর কাছে দুআ, তাঁর প্রশংসা এবং একত্বের ঘোষণা দিলেন। দিনের আলো পরিষ্কার হবার আগ পর্যন্ত তিনি এভাবেই দুআ চালিয়ে যান। তবে সূর্য পুরোপুরি উঠে যাওয়ার আগেই তিনি জলদি প্রস্থান করলেন।”

মিনায় ফেরত

“রাসূল ﷺ মুহাসসিরের একদম পাদমূলে চলে এলেন। মাঝের পথ ধরে কাসওয়াকে দ্রুত ছুটিয়ে তিনি বড় জামারাতে পৌঁছলেন। ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলে তিনি সাতটি নুড়ি পাথর জামারাত বরাবর নিক্ষেপ করেন। ছোট নুড়ি পাথর ছুঁড়ে মারার মতো করে তিনি এগুলো নিক্ষেপ করেন। এরপর তিনি কুরবানি দেওয়ার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে তেঁশটিটি উট নিজ হাতে জবেহ করলেন। বাকিগুলোকে তিনি হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এর হস্তগত করেন। এরপর সকল পশু থেকে এক টুকরো মাংস নিয়ে একটি পাত্রে একত্রিত করার নির্দেশ দেন। সেগুলো রান্না করা হলে সেখান থেকে নবিজি ﷺ ও আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু কিছু ঝোলমাংস আহার করলেন।”

হজের তাওয়াফ

“রাসূল ﷺ আবার তার উটে চড়ে কাবায় এলেন তাওয়াফ করতে। জুহরটা মক্কায় আদায় করলেন। জমজম থেকে পানি তোলার দায়িত্বে থাকা বনু আব্দুল মুত্তালিবের কাছে গিয়ে তিনি বললেন, ‘হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা, তোমরা একটু কষ্ট করে পানি তুলে দাও। লোকেদের পক্ষ থেকে তোমাদের এই পানি পৌঁছে দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়ার আশঙ্কা আছে। তা নাহলে আমিও তোমাদের সাথে হাত লাগাতাম।’ অতঃপর তারা কোষভর্তি পানি তার হাতে তুলে দিলো আর তিনি তা পান করলেন।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হজের অবশিষ্ট দিনগুলো চারপাশে থাকা মুমিনদের মাঝে অতিবাহিত করলেন। আল্লাহর নবির ﷺ সাথে হজ করতে পেরে তারা ছিলেন পরমানন্দিত।”

(উপরিউক্ত বর্ণনাটি সহীহ মুসলিম থেকে সংগৃহীত)

হজ-উমরার জরুরি দুআ

আপনাদের সুবিধার্থে হজ ও উমরার গুরুত্বপূর্ণ কিছু দুআ যুক্ত করছি। এগুলো মুখস্থ রাখুন এবং পড়ুন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে এর অর্থগুলো মিলানোর চেষ্টা করুন। সমস্ত রহমত, বরকত আর সাওয়াব কুড়িয়ে নিন।

সফরের দুআ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا ، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

উচ্চারণ: “সুবহানাল্লাযি সাখখারা লানা হাজা ওয়া মা কুমা লাহ মুক্করিনিনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুংকালিবুন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফি সাফারিনা হাযাল বিররু ওয়াত ত্বাকওয়া, ওয়া মিনাল আমালি মা তারদা, আল্লাহুম্মা হাওয়িন আলাইনি সাফারিনা হাযা ওয়াত্বওয়ি লানা বা’দাহ্, আল্লাহুম্মা আনতা ছাহিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলি ওয়াল মালি, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ও’ছায়িস সাফারি ওয়া কাবাতাল মানযারি ওয়া সুযিল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি।” (মুসলিম)

অর্থ: পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আমাদের জন্য এই বাহনকে বশীভূত করে দিয়েছেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া একে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমরা সকলে তাঁরই কাছে ফিরে যাব। আমরা এই সফরে কল্যাণ

ও তাকওয়ার আবেদন করি, আপনার সন্তুষ্টির যোগ্য আমল চাই। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফর সহজ করুন আর আমাদের থেকে (সফরের) দূরত্ব ঘুচিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনিই সফরের বন্ধু আর পরিবারের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সফরের ভ্রষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই ও খারাপ দৃষ্ট থেকে আশ্রয় চাই আর সম্পদ ও পরিবারের অশুভ কল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। (সহীহ মুসলিম)

ইহরামের দুআ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالْبِغْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

উচ্চারণ: লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইম্মাল হাম্দা ওয়াল্লামিমাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাকা

অর্থ: “আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত! আপনার ডাকে সাড়া দিতে আমি হাজির। আপনার কোনো অংশীদার নেই। নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা ও সম্পদরাজির নিয়ামত আপনার এবং একচ্ছত্র আধিপত্য আপনার। আপনার কোনো অংশীদার নেই।” (বুখারি)

মাসজিদুল হারামে প্রবেশের দুআ

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিক

অর্থ: “হে আল্লাহ তুমি আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজা সমূহ খুলে দাও!”

প্রথমবার কাবা দেখার দুআ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

উচ্চারণ: আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রাসূল। (আল-মাবসুত, দুরুল মুখতার)

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা যিদ হাযাল বাইত তাশরীফান ওয়া তায়ীমান ওয়া তাকরিমান ওয়া মাহাবাতান। ওয়া যিদ মান শাররাফাহ্ ওয়া কাররামাহ্ মিমমান হাজ্জাহ্ আও ই'তামারাহ্ তাশরীফান ওয়া তাকরীমান ওয়া তায়ীমান ওয়া বিরবান। আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালাম। ফাহায়িনা রাব্বানা বিসসালাম।

অর্থ: “হে আল্লাহ্, আপনার এই ঘরের বড়ত্ব, সম্মান ও মর্যাদা এবং শান শওকত বাড়িয়ে দিন। এবং হজ ও উমরাকারীদের মধ্যে যে এ ঘরের সম্মান ও ইহতিরাম করবে, তার সম্মান, মর্যাদা, মহত্ত্ব ও নেকি বাড়িয়ে দিন। হে আল্লাহ্ আপনি শান্তির মালিক, সকল শান্তি আপনার পক্ষ থেকেই। হে আমাদের রব, শান্তির সঙ্গে আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন।” (আল কিরা, ২৫৫)

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম, ওয়া মিনকাস সালাম ফা হায়িনা রাব্বানা বিস সালাম।

অর্থ: “হে আল্লাহ্! আপনি শান্তিময় এবং আপনার কাছ থেকেই শান্তি উৎসারিত হয়। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একটি শান্তিময় জীবন দান করুন। (বায়হাকি)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَكَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلَالِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ وَرَأْنِي لِدَلِكْ أَهْلًا وَالْحَمْدُ

لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ دَعَوْتَ اِلَىٰ حَجِّ بَيْتِكَ وَقَدْ جِئْتُكَ لِذَلِكَ
اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ وَاعْفُ عَنِّيْ وَاصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীনা কাসীরান কামা ছয়া ওয়া ইযযি জালালিহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ আল্লাযিবাল্লাগানি বাইতাছ ওয়া রাআনি লিয়ালিকা আহল্লান ওয়াল হামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা দাওয়াতা ইলা হাজ্জি বাইতিকা ওয়া কদ জিতুকা লিয়ালিকা। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নি ওয়াআফু আন্নি ওয়াসলিহ লিশানি কুল্লাছ লা ইলাহা ইল্লা আন্তা।

অর্থ: “যাবতীয় প্রশংসা সব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। তিনিই এর যোগ্য। কারণ তাঁর রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা এবং সীমাহীন মহিমা। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে তাঁর ঘরের কাছে এনেছেন এবং আমাকে যোগ্য করেছেন। আমি সর্বাবস্থায় তাঁর প্রশংসা করি। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার ঘরে হজ করতে আহ্বান করেছেন। এই যে আমি এসেছি। আমাকে কবুল করে নিন। আমাকে মাফ করে দিন। আমার সবকিছু শুধরে দিন। আপনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেউ নাই।” (আল-কাফি, আল-ইকনা)

হাজরে আসওয়াদে ইস্তিলাম করার দুআ

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَّصَدِيقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইমানান বিকা ওয়া তাসদিকান বিকিতাবিকা ওয়া ইত্তিবাআনলি সুন্নাতি নাবিয়্যিকা।

অর্থ: “হে আল্লাহ! আপনার ওপর ঈমান এনে, আপনার কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে, আপনার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, আপনার নবির ﷺ সুন্নাত অনুসরণ করে শুরু করছি।” (বায়হাকি)

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ
اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু
ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহু
ওয়া রসূলুহু।

অর্থ: “আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নাই।
আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।”
(তাগরিবাল আসবাহানি, মুসিরাল গারাম)

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ: নাউযুবিল্লাহি মিনান নার।

অর্থ: “জাহান্নামের আগুন থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।”
(আবু দাউদ)

তাওয়াফের দুআসমূহ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওল্লাহু
আকবার। ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল
‘আলিয়িল ‘আযীম।

অর্থ: “পবিত্রতা আল্লাহর এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া
কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতিশয় মহান আল্লাহ
ছাড়া রক্ষাকারী ও শক্তি ক্ষমতার অধিকারী আর কেউ নাই।” (ইবনে মাজাহ)

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَتَعْلَمُ مَعْدِرَتِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي
وَمَا عِنْدِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سَوْلي اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنِي
إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَالرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ عَلَيَّ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তালাম সিররি ওয়া আলানিয়াতি, ফাকবাল মাআজিরাতি ওয়া তালাম হাজ্জাতি ফা আতিনি ছুলি ওয়া তালামু মা ফি নাফসি ফাগফিরলি জুন্বি, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইমানান ইউবশিরু কালবি ওয়া ইয়াকিনান ছাদিকান হাত্তা আলামু আম্মাহ্ লা ইউসিবুনি ইল্লা মা কাতাবতা লি ওয়ার রিদা বিমা কাদাইতা আলাই।

অর্থ: “হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয় জানেন। আপনি আমাকে চেনেন এবং আমি কেমন তা-ও জানেন। আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন। আপনি তো আমার প্রয়োজনগুলো জানেন। আপনার কাছে যা চাই তা আমাকে দান করুন। হে আল্লাহ, এমন ঈমান দান করুন যা হৃদয়ে গেঁথে যায়। এমন দৃঢ় বিশ্বাস দান করুন যেনে আমি অনুধাবন করতে পারি যে আপনার নির্ধারিত বিষয় ছাড়া কিছুই আমার ওপর বর্তাবে না। আমি আপনার কাছে সেই পরিতৃপ্তি চাইছি যা আপনি আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন।” (আযরাকি, হাদিয়াতুস সালিক)

رَبِّ قَتَّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ

উচ্চারণ: রাব্বি কাম্বিনি বিমা রাজ্জাকতানি ওয়া বারিক লি ফীহি ওয়াখলুফ আলাইয়্যা কুল্লা গাইবাতিন লি বিখাইর।

অর্থ: “হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আপনি যা দিয়েছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করুন। আপনার এই অনুগ্রহ আমার উপর বর্ষণ করুন। আপনি আমার ফেলে আসা সকল গায়েবি বিষয়গুলোর দেখাশোনাকারী হয়ে যান।” (আল হাকিম)

রুকনে ইয়েমেনির দুআ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা ‘আযাবান্নার।

অর্থ: “হে আমাদের রব, আপনি আমাদের দুনিয়াতে ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন।” (আবু দাউদ)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَالذُّلِّ وَمَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি ওয়ায যুল্লি ওয়া মাওয়াকিফিল খিজয়ি ফিদদুনইয়া ওয়াল আখিরাহ।

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কুফরী, ক্ষুধা এবং ইহলোকে ও পরলোকে লাঞ্ছনাকর অবস্থান থেকে পানাহ চাচ্ছি।”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফীদদুনইয়া ওয়াল আখিরাহ

অর্থ: “আমি আপনার কাছে ক্ষমা এবং এই দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার নিরাপত্তা চাই।” (ইবনে মাজাহ)

তাওয়াফের পর

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

উচ্চারণ: ওয়াত্তাখিযু মিম মাকামি ইব্রাহিমা মুসল্লা

অর্থ: “মাকামে ইব্রাহিমকে নামাযের স্থানে পরিণত কর।” (জাওহারুন নাইরাহ, সহীহ মুসলিম)

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ أَتَيْتُكَ بِذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ وَأَعْمَالٍ سَيِّئَةٍ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَاعْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আব্দুকা ওয়া আদিকা আতাইয়ুকা বিযযুন্বিন কাসীরাতিন ওয়া আ'আমালিন সাযিয়াতিন ওয়া হাযা মুকামুল আইযি বিকা মিনান নার ফাগফিরলী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থ: “হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দা এবং আপনার বান্দার বংশধর। আমি অগণিত পাপ আর বদ আমল নিয়ে হাজির হয়েছি। এটা তো জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয়ের স্থান। আমাকে আপনি মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি সর্বাধিক ক্ষমাশীল, দয়ালু।” (মানাসিকুন নববী)

اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِكَ وَطَوَاعِيَّتِكَ وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ جَبِّبْنِي

حُدُودَكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَيُحِبُّ رُسْلَكَ
 وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ وَإِلَى مَلَائِكَتِكَ وَإِلَى
 رُسْلِكَ وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي الْيُسْرَى وَجَبِّبْنِي الْعُسْرَى
 وَاعْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَاجْعَلْنِي مِنْ أَيْمَةِ الْمُتَّقِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ
 قُلْتَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ اللَّهُمَّ إِذْ هَدَيْتَنِي
 لِلْإِسْلَامِ فَلَا تَنْزِعْنِي مِنْهُ وَلَا تَنْزِعْهُ مِنِّي حَتَّى تَقْبِضَنِي وَأَنَا عَلَيْهِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সিমনি বিযিনিকা ওয়া তাওয়া'ইয়াতিকা ওয়া
 তাওয়া'ইয়াতি রাসূলিকা, আল্লাহুম্মা জাম্বিনি হুদুদাকাম আল্লাহুম্মাজ'আলনি
 মিম্মান ইয়ুহিব্বুকা ওয়া ইয়ুহিব্বু মালাইকাতাকা ওয়া ইয়ুহিব্বু রুসূলাকা ওয়া
 ইয়ুহিব্বুইবাদাকাস সালিহীন, আল্লাহুম্মা হাব্বিব্বিনি ইলাইকা ওয়া ইলা
 মালাইকাতিকা ওয়া ইলা রুসূলিকা ওয়া ইলা ইবাদিকাস সালিহীন।
 আল্লাহুম্মা ইয়াসসিরনি লিলইয়ুসরা ওয়া জাম্বিনিল উসরা ওয়াগফিরলী
 ফীল আখিরাতি ওয়াল উলা ওয়াজ'আলনি মিন আইম্মাতিল মুত্তাকিন,
 আল্লাহুম্মা ইন্নাকা কুলতা উদ'উনি আসতাজিব লাকুম ওয়া ইন্নাকা লা
 তুখলিফুল মিআদ, আল্লাহুম্মা ইয হাদাইতানি লিলিসলামি ফালা তানযিনি
 মিনহু ওয়া লা তানযিহু মিনি হাত্তা তাকবিদানি ওয়া আনা আলাইহি।

অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনার দ্বীন দ্বারা এবং আপনার আদেশের বশ্যতা ও
 আপনার নবির ﷺ আনুগত্য দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ,
 আমাকে সীমালঙ্ঘন করা থেকে দূরে রাখুন। হে আল্লাহ, আপনাকে যারা
 ভালোবাসত, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। ঠিক যেমন ভালোবাসত
 আপনার ফেরেশতাকুল, নবিগণ এবং পুণ্যবান বান্দারা। হে আল্লাহ,
 আমাকে আপনার এবং আপনার ফেরেশতা, নবিগণ ও নেক বান্দাদের
 নিকট ভালোবাসার পাত্র বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ, আমার জন্য সহজ করে
 দিন। বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে ক্ষমা
 করুন। আমাকে নেককারদের ইমাম বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ, আপনি তো
 বলেছেন, ‘আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দিব।’ আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন
 না। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ইসলামের পথে এনেছেন। তাই আমাকে
 ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যেয়েন না, আমার থেকে ইসলাম ছিনিয়েও

নিয়েন না। আমার রুহ কবজ করা অবধি আমাকে এর উপর দৃঢ়পদ রাখুন।”
(হিলইয়াতুল আউলিয়া)

জমজমের দুআ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা ইলমান নাফিআন ওয়ারিয়কান
ওয়াসিআন ওয়া শিফাআন মিন কুল্লি দাইন।

অর্থ: “হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম, প্রশস্ত রিয়িক ও
সব রোগ থেকে শিফা প্রার্থনা করছি।” (দারুল কুতনি, হাকীম)

সায়ির দুআ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِ اَنْ يَّطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

উচ্চারণ: ইম্মাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা’আ ইরিহ্লাহ, ফামান
হাজ্জাল বাইতা আও ইতামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আই ইয়াত্তাওওয়াফা
বিহিমা। ওয়ামান তাতাওওয়াআ খাইরান, ফাইম্মাল্লাহা শা-কিরুন আলীম।

অর্থ: নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং
যে ব্যক্তি বায়তুল্লায় হজ কিংবা উমরা করবে, এই দুইটির তাওয়াফে
(সায়িতে) তার জন্য দোষ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করলে নিশ্চয়
আল্লাহ পুরস্কারদাতা সর্বজ্ঞ। (সহীহ মুসলিম)

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ

উচ্চারণ: আবদাউ বিমা বাদাআ আল্লাহু বিহ

অর্থ: “আল্লাহ যা দিয়ে আরম্ভ করেছেন আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করব।”
(সহীহ মুসলিম)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اُنْجَزَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাব্বা ওয়া'দাহু ওয়া। নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহবাবা ওয়াহদাহু।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা, আর তিনি সর্বময় কর্তা। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَكْرَمُ

উচ্চারণ: রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতাল আ'আব্বুল আকরাম।

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন। আপনি পরম পরাক্রমশালী ও মহান উদার।” (মুসাননাত ইবনে আবি শাইবা)

মিনার দুআ

اَللّٰهُمَّ هَذِهِ مَنِيْ قَدْ اَتَيْتُهَا وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ اَسْأَلُكَ اَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلٰى اَوْلِيَائِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجِرْمَانِ وَالْمُصِيبَةِ فِيْ دِيْنِيْ يٰ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَلَّغَنِيْ مِنْ سَالِمًا مُّعَافًى

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা হাযিহি মিনা কদ আতাইতুহা ওয়া আনা আব্দুকা ওয়াবনু আব্দিকা আসআলুকা আন তামুন্না আলাইকা বিমা মানানতা বিহি আলা আউলিয়াইকা, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল হিরমানি ওয়াল মুসিবাতি ফী দিনি ইয়া আরহামার রাহীমিনাল হামদুলিল্লাহিল্লাযী বাল্লাগানি মিনা সালিমান মুআফান।

অর্থ: “হে আল্লাহ, এই যে মিনা। আমি আপনার বান্দা এবং বান্দার বংশধর হিসাবে এখানে এসেছি। আপনার বন্ধুদেরকে আমি যা কিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন তা আমি চাই। হে পরম করুণাময় একক সত্তা, দ্বীনের মধ্যে কাঠিন্য ও ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ

পাক, আমাকে নিরাপদে মিনায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাবতীয় প্রশংসা আমি আপনার প্রতি নির্দেশ করছি।” (আল-আযকার, নিহায়াতুল মুহতাজ)

আরাফাহর দুআ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইয়ুহয়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়া ছয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর।
অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যুদাতা, তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ শক্তিমান। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিজি)

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا خَيْرَ غَدَوَةٍ غَدَوْتُهَا وَأَقْرَبَهَا مِنْ رِضْوَانِكَ وَابْعَدَهَا عَنْ سَخَطِكَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَوَجْهُكَ أَرَدْتُ فَاجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا وَحَاجِّي مَبْرُورًا وَارْحَمْنِي وَلَا تُخَيِّبْنِي وَبَارِكْ لِي فِي سَفَرِي وَاقْضِ بَعْرَفَاتِ حَاجَتِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা খইরা গাদওয়াতিন গাদওয়াতুহা ওয়া আকরাবাহা মিন রিদওয়ানিকা ওয়া আবাদাহা আন সাখাতিকা, আল্লাহুম্মা ইলাইকাতাওয়াজ্জাহতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ওয়াজ্জুকা আরাদত্য ফাজআল যান্নি মাগফুরান ওয়া হাজ্জি মাবরুরান ওয়ার হামনি ওয়ালা তুখাইয়িবনি ওয়া বারিক লি ফী সাফারি ওয়াকদি বি আরাফাতিন হাজাতি ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।

অর্থ: “হে আল্লাহ, এটিকে আমার জন্য সেরা সকাল করে দাও। তোমার সন্তুষ্টির সবচেয়ে কাছে এবং অসন্তুষ্টি থেকে দূরের এক সকাল। হে আল্লাহ আমি আপনার দিকে ফিরছি। আমি আপনার ওপর ভরসা করি। আমি আপনার সাহায্য কামনা করি। আমার সকল গুনাহ মাফ করে দিন। আমার হজকে ধর্মনিষ্ঠ করে দিন এবং আমার ওপর আপনার অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।